43

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 19 OCT 1996
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

এইচএসসি ফল বিপর্যয়ঃ অভিমত

অভিন্ন প্রশ্নপত্র, নকল প্রতিরোধ প্রশ্ন তৈরিতে কড়াকড়িই মূল কারণ

রাশেদ আহমেদ ।। এবার এইচএসসি পরীক্ষায় ফলাফল বিপর্যয়ের কারণ হিসেবে বিশেষজ্ঞ মহল অভিন্ন প্রশ্নপত্র পদ্ধতি, প্রশ্ন তৈরিতে অতিরিক্ত কড়াকড়ি, সতর্কতা ও নকল প্রবণতা রোধে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণকেই চিহ্নিত করেছেন।

এইচএসসি ফলাফলে পাসের হার কম সম্পর্কে গতকাল ৪টি শিক্ষাবোর্ড কর্তৃপক্ষ, বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষ ও শিক্ষার্থীরা এই মন্তব্য করেন।

এবার এইচএসসি পরীক্ষায় ফলাফলে মোট পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাসের হার মাত্র এক-চতুর্থাংশ। ৪টি শিক্ষা বোর্ডে মোট ৩ লাখ ৯৩ হাজার ৯শ' ৫৯ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিল। তার মধ্যে ২ লাখ ৯৪ হাজার ৭শ' ৮৪ জন পরীক্ষার্থীই অকৃতকার্য হয়েছে। উত্তীর্ণ হয়েছে মাত্র ৯৯ হাজার ১শ' ৭৫ জন। চার বোর্ড মিলিয়ে পাসের হার শতকরা ২৫ দশমিক ১৭। বিগত ৮/১০ বছরের মধ্যে এই নিম্ন হার সাম্প্রতিক সময়ে আর দেখা যায়নি। এবারই প্রথম দেশের ৫টি বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় অভিন্ন প্রশ্ন হয়েছে। এই অভিন্ন প্রশ্ন পদ্ধতিই হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর ভাগ্যে বিপর্যয় নামিয়ে এনেছে।

বিভিন্ন বোর্ডের কর্তৃপক্ষ এবং কলেজের অধ্যক্ষ পাসের হার কমে যাওয়ার কারণ হিসেবে অভিন্ন প্রশ্নপত্র পদ্ধতির কথাই উল্লেখ করেছেন। তবে তারা কেউ এই পদ্ধতি তুলে দেয়ার অভিমত দেননি। তারা বলেছেন, খারাপ ছাত্রদের এবার পাসের সুযোগ ছিল কম। বিগত দিনের ধারাবাহিক নিয়ম অনুযায়ী প্রশ্নপত্র 'কমন' পড়েনি। নকল প্রতিরোধের জন্যে পরীক্ষার হলে হলে 'গার্ড' হয়েছে কড়া। ৪ বোর্ডের কর্তৃপক্ষের ভাষ্য অনুযায়ী এ বছর বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীই ইংরেজি বিষয়ে 'ফেল' করেছে।

গত বছর এইচএসসি'তে পাসের হার ছিল ঢাকা বোর্ড শতকরা ৪২ দশমিক ৪৫, কুমিল্লা বোর্ড ৫০ দশমিক ৮৩, যশোর বোর্ড ৪২ দশমিক ৬২ এবং রাজশাহী বোর্ড ৫০ দশমিক ৫৭। চট্টগ্রাম বোর্ডের অধীনে এবারই অভিমত ঃ পৃঃ ৮ কঃ ৩

অভিমতঃ এইচএসসি পরীক্ষা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রথম পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে।

পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়া এক ছাত্র ইব্রাহিম করিম এই প্রতিবেদককে বলেন, সম্ভাব্য প্রশ্নগুলো পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে ছিল না বললেই চলে। কলেজ থেকে প্রণয়ন করে দেয়া সাজেশনের বাইরেও প্রশ্ন হয়েছে।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্র তৌহিদুল আনোয়ার বলেন, যারা লেখাপড়া করেছে তারাই এবার মূলত পাস করেছে। পড়ালেখায় ফাঁকি দেয়া বা কম পড়ে পরীক্ষার হলে যাওয়া ছাত্রছাত্রীদের ভাগ্য বিপর্যয় হয়েছে।

ঢাকা কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ কাজী ফারুক বলেন, যেসব ছাত্রছাত্রী কলেজে ঢুকেই পড়ার টেবিলে বসেছে তারাই পাস করেছে। এসএসসিতে 'প্রশ্ন ব্যাংক' পদ্ধতির সুবাদে যারা একচেটিয়া পাস করেছিল তাদের কপাল মন্দ হয়েছে।

তিনি বলেন, অভিন্ন প্রশ্নপত্র পদ্ধতি খুবই ভালো। এতে সারাদেশের ছাত্রছাত্রীদের একই মানদন্ডে বিচার করা যায়।

যশোর ক্যান্টনমেন্ট কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ কামরুজ্জামান 'সংবাদ'-এর যশোর প্রতিনিধিকে বলেন, এসএসসিতে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর দিয়ে সেই ছাত্রছাত্রীরা এবার বর্ণনামূলক প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে হিমশিম খেয়েছে। বিগত দিনে মাত্র শতকরা ১০ ভাগ প্রশ্ন 'রিপিট' করা হতো। এবার রিপিটেশন ছিল বেশি। ইংরেজি, অর্থনীতি ও যুক্তিবিদ্যার প্রশ্নকর্তারা ছিলেন খুবই নির্দয়। বিশেষ করে ইংরেজি প্রশ্ন ছিল সাধারণ ছাত্রদের গড় মানের বাইরে।

মতিঝিল আইডিয়াল কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ ফয়জুর রহমান বলেন, প্রশ্ন এবং পরীক্ষা দুটোই কড়া হওয়ায় পাসের হার কমে গেছে।

কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান আনওয়ার-উল আজীম সিদ্দিকী গতকাল 'সংবাদ'-এর কুমিল্লা প্রতিনিধিকে বলেন ঃ এবার শিক্ষার্থীদের মূল বিপর্যয়ের কারণ ছিল ইংরেজি। প্রশ্ন ব্যাংক পদ্ধতি ছিল না। মফস্বল কলেজগুলোতে ইংরেজির শিক্ষকের সংকট রয়েছে। তাই অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী ইংরেজিতে ফেল করেছে।

চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক এএম আহসান উল্লাহ এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল বিপর্যয়ের কারণ হিসেবে 'সংবাদ'-এর চট্টগ্রামস্থ নিজস্ব বার্তা পরিবেশকের কাছে মন্তব্য করতে গিয়ে ৫ বোর্ডে অভিন্ন প্রশ্নপত্রের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, আগে প্রত্যেক বোর্ডে আলাদা আলাদা প্রশ্নপত্র তৈরি হত। ছাত্রছাত্রীরা আগের বছরের প্রশ্ন দেখে পরের বছরে কি প্রশ্ন হবে তা অনুমান করতো এবং সেই অনুযায়ী প্রস্তুতি নিতো। এবার শিক্ষক-ছাত্র কেউ সেই ধরনের অনুমান করতে পারেনি। তাই শিক্ষকদের সাজেশন ছিল বিভ্রান্ত।

তিনি আশা প্রকাশ করেন, আগামী বছর আর এমন হবে না। অভিন্ন প্রশ্নপত্রের বিষয় মাথায় রেখে সবাই লেখাপড়া করবে।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা বলেন, নির্দয় প্রশ্নপত্র হওয়ার কারণেই ফল বিপর্যয় ঘটেছে।